বাংলা ভাষার উৎস, ইতিহাস ও যুগবিভাগ
(The Origin, History and Periodisation of the Bengali Language)

একথা আমরা জানি যে, সারা পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষাকে তাদের মূলীভূত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রধানত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতির সাহায্যে এই ক'টি ভাষাবংশে (Language Families) বর্গীকৃত করা হয়েছে—(১) ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য (Indo-European or Aryan), (২) সেমীয়-হামীয় (Semito-Hamitic), (৩) বান্টু (Bantu), (৪) ফিন্নো-উগ্রীয় (Finno-Ugrian), (৫) তুর্ক-মোঙ্গোল-মাঞ্চু (Turk-Mongol-Manchu), (৬) ককেশীয় (Caucasian), (৭) দ্রাবিড় (Dravidian), (৮) আস্ট্রিক (Austric), (৯) ভোট-চীনীয় (Sino-Tibetan), (১০) উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয় (Hyperborean), (১১) এস্‌কিমো (Esquimo), (১২) আমেরিকার আদিম ভাষাগুলি (American Indian Languages) ইত্যাদি।

এইসব ভাষাবংশের মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাবংশটি নানা কারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত এই ভাষাবংশ থেকে জাত আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীর বহু অঞ্চলে—দুই বিশাল মহাদেশ ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকাংশে—প্রচলিত আছে। দ্বিতীয়ত শুধু ভৌগোলিক বিস্তারে নয়, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে এই ভাষাবংশ থেকে জাত প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই বংশের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত, গ্রীক ও লাতিন পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রাচীন ভাষা। বৈদিক সংহিতার সূক্তগুলি, সংস্কৃতের মহাকবি ব্যাস-বাল্মীকির মহাভারত-রামায়ণ, কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি, গ্রীকের মহাকবি হোমরের ইলিয়দ-অদিসি, লাতিন কবি ভার্জিলের ইনিদ ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের প্রাচীন সাহিত্যকীর্তি। এই বংশের আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী, ইতালীয়, বাংলা প্রভৃতি ভাষা সাহিত্যসৃষ্টিতে এত বেশী সমৃদ্ধ যে ইংরেজ কবি-নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়র, জার্মান কবি-নাট্যকার গ্যেটে, শীলার, কবি রিল্‌কে, ফরাসী সাহিত্যিক ভল্‌তেয়র, মলেয়র, মালার্মে, ভালেরি, ইতালীয় কবি পেত্রার্ক, দান্তে, নন্দনতত্ত্ববিদ্ ক্রোচে আর বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথের অবদান এখন কোনো ভাষাবিশেষের বা ভাষাবংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যেরই সম্পদ রূপে বিবেচিত। বাংলা ভাষার গর্ব এই যে, বাংলা ভাষা এই সমৃদ্ধ

Scanned by CamScanner

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশেরই একটি ভাষা। বাংলা ভাষার এই বংশগৌরবের কথা স্মরণ করেই একালের একজন প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ববিদ্ সিদ্ধান্ত করেছেন :

> "সম্প্রতি হয়তো বাঙলা ভাষা হাজার বছরে পা দিয়েছে···, কিন্তু বংশ-কৌলীন্যে তা পৃথিবীর এক মহান ভাষা-পরিবারের উত্তরাধিকার অর্জন করেছে।"[৬২]

এই ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাবংশই হল বাংলা ভাষার আদি উৎস। তবে এই আদি উৎস থেকে বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেই বাংলা ভাষার জন্ম হয় নি, ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারায় মধ্যবর্তী অনেকগুলি স্তর পেরিয়ে বাংলা ভাষা জন্মলাভ করেছে। ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাবংশ থেকে ক্রমবিবর্তনের ধারায় বাংলা ভাষার জন্মকাহিনীটি সংক্ষেপে এই রকম :

ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী তাদের আদি বাসস্থান দক্ষিণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশ থেকে আনুমানিক ২৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। এই বিস্তারের পরে তাদের ভাষায় ক্রমশ আঞ্চলিক পার্থক্য বৃদ্ধির ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে প্রথমে দশটি প্রাচীন ভাষা বা প্রাচীন শাখার জন্ম হয়। এগুলি হল—(১) ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian), (২) বাল্তো-স্লাবিক (Balto-Slavic), (৩) আল্বানীয় (Albanian), (৪) আর্মেনীয় (Armenian), (৫) গ্রীক্ (Greek), (৬) ইতালিক্ বা লাতিন (Italic/Latin), (৭) টিউটনিক্ বা জার্মানিক্ (Teutonic/Germanic), (৮) কেল্তিক্ (Celtic), (৯) তোখারীয় (Tokharian) এবং (১০) হিত্তীয় (Hittite)।

এই শাখাগুলির মধ্যে শুধু ইন্দো-ইরানীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের 'আর্য' নামে অভিহিত করত বলে সঙ্কীর্ণ অর্থে অনেকে শুধু ইন্দো-ইরানীয় শাখাটিকে আর্য শাখা বলে থাকেন, যদিও ব্যাপক অর্থে সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশকেই আর্য ভাষাবংশ বলা হয়। যাই হোক, ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি দু'টি উপশাখায় বিভক্ত হয়ে যায় : ইরানীয় (Iranian) ও ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan)। ইরানীয় উপশাখাটি ইরান-পারস্যে চলে যায়। তার

Scanned by CamScanner

প্রাচীনতম সাহিত্যকীর্তি হল 'আবেস্তা' (Avesta) নামক ধর্মগ্রন্থ (৮০০ খ্রীঃপূঃ)। আর ভারতীয় আর্য উপশাখাটি ভারতে প্রবেশ করে আনুমানিক ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। সেদিন থেকে ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসের সূচনা এবং আজ পর্যন্ত এই আর্যভাষা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করে চলেছে। যিশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে থেকে যিশুখ্রীস্টের জন্মের পরে প্রায় দু'হাজার বছর পর্যন্ত—ভারতীয় আর্য ভাষার এই প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের ইতিহাসকে বিবর্তনের স্তর-ভেদে প্রধানত তিনটি যুগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo-Aryan=OIA) : আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৬০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত। এ যুগের আর্যভাষার নাম দিতে পারি—বৈদিক ভাষা বা ব্যাপক অর্থে সংস্কৃত ভাষা। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ঋগ্বেদ-সংহিতা।

(২) মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo-Aryan=MIA) : আনুমানিক ৬০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৯০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগের আর্যভাষার নাম পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ। অশোকের শিলালিপির প্রাকৃত, সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত, জৈন ধর্মগ্রন্থে ও কিছু স্বতন্ত্র রচনায় ব্যবহৃত প্রাকৃত, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে ব্যবহৃত পালি এ যুগের ভাষার নিদর্শন।

(৩) নব্য ভারতীয় আর্য (New Indo-Aryan=NIA) : আনুমানিক ৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। বিভিন্ন নব্য ভারতীয় আর্যভাষার নাম—বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, পঞ্জাবী, অবধী ইত্যাদি। নানা সাহিত্যগ্রন্থ ও আধুনিক ভারতীয় আর্যদের মুখের ভাষাই এর নিদর্শন।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দু'টি রূপ ছিল : সাহিত্যিক (বৈদিক ভাষা বা ছান্দস ভাষা) ও কথ্য। কথ্য রূপটির চারটি আঞ্চলিক উপভাষা ছিল : প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও *দাক্ষিণাত্য। এই কথ্য উপভাষাগুলি লোকমুখে স্বাভাবিক পরিবর্তন লাভ করে যখন প্রাকৃত ভাষার রূপ নিল তখন মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগ সূচিত হল। প্রাকৃতের প্রথম স্তরে তার চারটি আঞ্চলিক কথ্য উপভাষা ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কথ্য রূপগুলি থেকে প্রাকৃতের এই কথ্য উপভাষাগুলির জন্ম এইভাবে অনুমান করতে পারি : প্রাচ্য থেকে প্রাচ্যা (Eastern) প্রাকৃত ও প্রাচ্য-মধ্যা (East-Central) প্রাকৃত, উদীচ্য থেকে উত্তর-পশ্চিমা (North-Western) প্রাকৃত এবং মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য থেকে পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা (South-Western) প্রাকৃত। প্রাকৃত ভাষা বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে যখন পদার্পণ করল তখন মূলত এই চার

Scanned by CamScanner

রকমের মৌখিক প্রাকৃত থেকে পাঁচ রকমের সাহিত্যিক প্রাকৃতের জন্ম হল। যেমন ঃ—উত্তর-পশ্চিমা থেকে পৈশাচী, পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা থেকে শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী, প্রাচ্যমধ্যা থেকে অর্ধমাগধী, এবং প্রাচ্যা থেকে মাগধী। পৈশাচী, মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী ও মাগধী ছিল শুধু সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত। প্রাকৃতের বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে এইসব সাহিত্যিক প্রাকৃতের ভিত্তিস্থানীয় তাদের কথ্যরূপগুলি থেকে অপভ্রংশের জন্ম হল এবং অপভ্রংশের শেষ স্তরে পেলাম অবহট্‌ঠ। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাকৃত থেকে সেই শ্রেণীর অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের জন্ম হয়েছিল। যেমন—পৈশাচী প্রাকৃত > পৈশাচী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত > মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, শৌরসেনী প্রাকৃত > শৌরসেনী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, অর্ধমাগধী প্রাকৃত > অর্ধমাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, এবং মাগধী প্রাকৃত > মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ। মধ্য ভারতীয় আর্যের শেষ স্তরে যে পাঁচ রকমের অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ অনুমিত হয়েছে, তাদের মধ্যে সবগুলির লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় নি, শুধু শৌরসেনী অপভ্রংশের সমৃদ্ধ সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের পরে ভারতীয় আর্যভাষা তৃতীয় যুগে পদার্পণ করল (আঃ ৯০০ খ্রীঃ)। তখন এক-একটি অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে একাধিক নব্য ভারতীয় আর্যভাষা জন্ম লাভ করল। যেমন—পৈশাচী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে পঞ্জাবী ইত্যাদি ; মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে মারাঠী ইত্যাদি, শৌরসেনী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে হিন্দী ইত্যাদি, অর্ধমাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে অবধী ইত্যাদি এবং মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ইত্যাদি ভাষার জন্ম হল।

সাধারণের ধারণা হল সংস্কৃত থেকেই বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম। কিন্তু এই ধারণার মূলে উচ্ছ্বাসিত স্বদেশপ্রেম যতই থাক, সঠিক বিচারে এ ধারণা যে ভ্রান্ত তা সতর্ক ভাষাবিজ্ঞানী মাত্রেই স্বীকার করবেন। কারণ প্রথমত সংস্কৃত ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য বংশের ভাষা। কিন্তু ভারতে আর্য-পূর্ব দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি বংশের অনেক ভাষা (তামিল, তেলেগু, মলয়ালম, সাঁওতালী প্রভৃতি) আছে, যেগুলির জন্ম সংস্কৃত থেকে বলা নিতান্ত মূর্খতা মাত্র। দ্বিতীয়ত পঞ্জাবী, মারাঠী, হিন্দী, অবধী, বাংলা প্রভৃতি যেসব আধুনিক ভারতীয় ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য বংশ থেকে জাত, সেগুলির জন্মও ঠিক সংস্কৃত থেকে হয় নি। সূক্ষ্ম বিচারে সংস্কৃত হল বৈদিকের পরবর্তী একটি প্রায়-কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা যা পরে মৃত ভাষা হয়ে গিয়েছিল ; ফলে জীবন্ত ভাষার

Scanned by CamScanner

মতো তার কোনো বিবর্তন হয় নি এবং তা থেকে কোনো ভাষার জন্ম হয় নি। বস্তুত বৈদিক ভাষাই ছিল জীবন্ত ভাষা। এরই যে কথ্য ভিত্তি ছিল তারই বিবর্তনের ধারায় মধ্যবর্তী স্তর হয়ে বাংলা প্রভৃতি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির জন্ম হয়েছে। সুতরাং অব্যবহিত জন্মসূত্র বিচারে বৈদিক ভাষাকেও নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির জন্ম-উৎস বলা যায় না। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির অব্যবহিত জন্ম-উৎস হল বৈদিক ভাষার কথ্যরূপ থেকে জাত মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার শেষস্তর বিভিন্ন অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষা। আমরা দেখেছি বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে।

এখানে একটি কথা অবশ্য বলে রাখা ভাল—মধ্য ভারতীয় আর্য যে প্রাকৃত সেই প্রাকৃতের বিভিন্ন শ্রেণীর শেষ স্তরে সেই শ্রেণীর অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের কল্পনা করা হয়েছে : কিন্তু সব রকমের প্রাকৃত থেকে জাত অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় নি, কেবল শৌরসেনী অপভ্রংশের সমৃদ্ধ সাহিত্যিক নিদর্শন রয়েছে। আমাদের বাংলা ভাষারও উৎস-স্থানীয় মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের কোনো লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এই কারণে ভাষাবিজ্ঞানী ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার মাগধী অপভ্রংশের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন মাগধী অপভ্রংশ থেকে নয়, 'আদর্শ কথ্য প্রাকৃত' থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। কিন্তু আদর্শ কথ্য প্রাকৃতেরও কোনো লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি এবং এটিও অনুমিত স্তর মাত্র। অন্য পক্ষে জর্জ্‌ আব্রাহাম্‌ গ্রীয়ার্সন্‌, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষা-বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। উভয় মতের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেওয়া যায়। কিন্তু সেই বিতর্কে না গিয়ে আমরা গ্রীয়ার্সন্‌ ও ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতটিই অধিকতর প্রচলিত বলে সেই মতটিই গ্রহণ করতে পারি।

Scanned by CamScanner

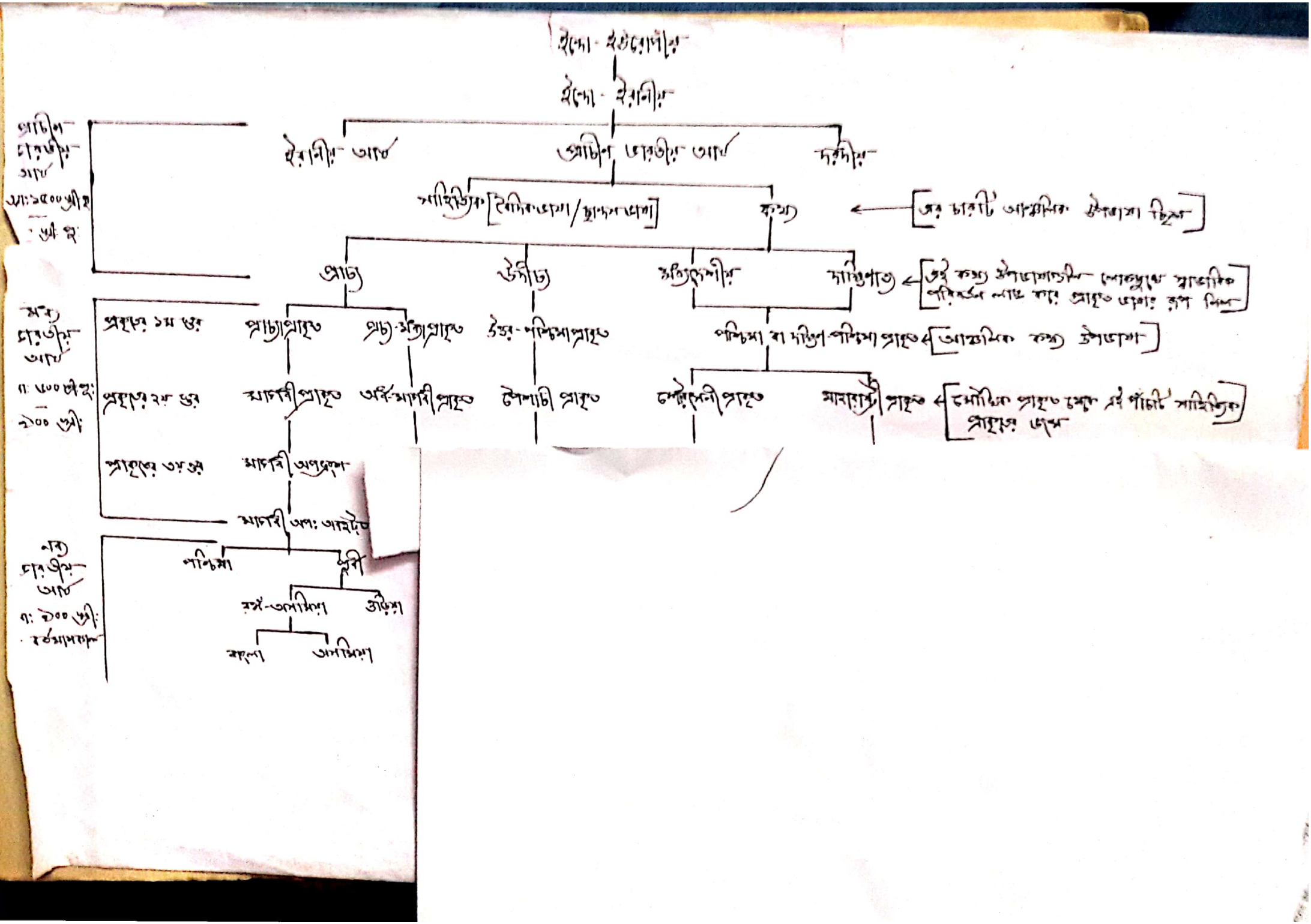

Scanned by CamScanner

আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয় এবং একটি নব্য ভারতীয় আর্যভাষা-রূপে বাংলা ভাষা এখনো জীবন্ত রয়েছে। আনুমানিক ৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার বিবর্তনের প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাসকে আমরা মোটামুটিভাবে এই তিনটি যুগে ভাগ করতে পারি :—

(১) প্রাচীন বাংলা (Old Bengali=OB) : আনুমানিক ৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এই পর্বের বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত চর্যাগীতিতে, 'অমরকোষে'র সর্বানন্দ রচিত টীকায় প্রদত্ত চার শতাধিক বাংলা প্রতিশব্দে, বৌদ্ধ কবি ধর্মদাস রচিত 'বিমুদ্ধ মুখমণ্ডল' গ্রন্থে উৎকলিত দু'চারটি বাংলা কবিতায় এবং 'সেক-শুভোদয়া'য় উদ্ধৃত গানে ও ছড়ায়। এ যুগের বাংলা ভাষার প্রধান বিশেষত্ব ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন (ধর্ম > ধম্ম > ধাম), পদান্তিক স্বরধ্বনির স্থিতি (ভণতি > ভণই), য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি (নিকটে > নিয়ড্ডী), -এর / -অর / -র বিভক্তিযোগে সম্বন্ধপদ (রুখের তেন্তুলি), -ক / -কে / -রে বিভক্তিযোগে গৌণকর্ম ও সম্প্রদানের পদ (ঠাকুরক=ঠাকুরকে), -ই / -এ / -হি / -তে বিভক্তিযোগে অধিকরণ (নিয়ড্ডী=নিকটে), -এঁ বিভক্তিযোগে করণ (সাদেঁ=শব্দের দ্বারা), বিভক্তির স্থানে কিছু অনুসর্গের ব্যবহার (তোহোর অন্তরে=তোর তরে) ইত্যাদি।

সঠিক বিচারে বলা যায় প্রাচীন বাংলার বিস্তৃতিকাল আনুমানিক ৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। আর ১২০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্বের মধ্যে রচিত বাংলা ভাষার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি ; সেইজন্যে এই পর্বটিকে অনুর্বর পর্ব বা অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ব বলা যায়। এই পর্বটিকে প্রাচীন যুগ না মধ্যযুগের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ কোনো নিদর্শন না পাওয়ার ফলে এই পর্বের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য আমরা নির্ণয় করতে পারি না।

(২) মধ্য বাংলা (Middle Bengali=MB) : আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। বাংলা ভাষার এই মধ্যপর্বের বিস্তার সুদীর্ঘ প্রায় চার শ' বছর। এই চার শ' বছরের দীর্ঘ পর্বটিকে দু'টি উপ-পর্বে ভাগ করা হয় :—

(ক) আদিমধ্য (Early Middle Bengali) : আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রীস্টাব্দ। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রচনাকাল বিতর্কিত হলেও মোটামুটিভাবে এই রচনাটিকেই আদিমধ্য পর্বের বাংলা

Scanned by CamScanner

ভাষার একমাত্র নিদর্শন রূপে ধরা হয়। এই পর্বের, বাংলা ভাষার প্রধান বিশেষত্ব আ-কারের পরবর্তী ই/উ ধ্বনির ক্ষীণতা (বড়াই > বড়াই), সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনে -রা বিভক্তি (আহ্মারা = আমরা), ইল যোগে অতীত কালের ও -ইব যোগে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ারূপ (শুনিলোঁ, করিবোঁ), আছ্ ধাতু যোগে যৌগিক কালের পদ (লই + (আ)ছে > লইছে), পাদাকুলক-পজ্ঝটিকা ছন্দ থেকে বহুপ্রচলিত পয়ার ছন্দের সৃষ্টি, ইত্যাদি।

(খ) অন্ত্যমধ্য বাংলা (Late Middle Bengali) : আনুমানিক ১৫০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ। এই উপপর্বের ভাষার সমৃদ্ধ নিদর্শন মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারা, বৈষ্ণব সাহিত্য রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। এই সময়ের বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী পদান্তিক স্বরধ্বনির লোপ-প্রবণতা (রাম > রাম্), মধ্যস্বরের লোপের ফলে দ্বিমাত্রিকতা (ভাবনা > ভাব্‌না, গামোছা > গাম্‌ছা), অপিনিহিতি (কালি > কাইল, করিয়া > কইর‍্যা), বিশেষ্যের কর্তৃকারকের বহুবচনে -রা বিভক্তি, নামধাতুর ব্যবহার (নমস্কার > নমস্কারিলা), আরবী-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ও বৈষ্ণব কবিতায় ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার, ইত্যাদি।

(৩) আধুনিক বাংলা (New Bengali = NB) : ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। বাঙালীর মুখের বাংলা ভাষাই এই পর্বের বাংলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই পর্বের বাংলার নিদর্শন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দের ও খ্রীস্টান মিশনারীদের রচিত বাংলা গ্রন্থ, রামমোহন-বিদ্যাসাগর- বঙ্কিমচন্দ্র-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিকের রচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব সাহিত্যিকের রচনায় বাংলার জনসাধারণের মুখের ভাষার নিদর্শন সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সাহিত্যিক ভাষামাত্র। আধুনিক কালের বাঙালীর মুখের ভাষার প্রধান পাঁচটি আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষাগুচ্ছ আছে। সেগুলি হল— মধ্য পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা 'রাঢ়ী', দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গের (ও অংশত বিহারের) উপভাষা 'ঝাড়খণ্ডী', উত্তরবঙ্গের উপভাষা 'বরেন্দ্রী', পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা 'বঙ্গালী' এবং উত্তরপূর্ব বঙ্গের উপভাষা 'কামরূপী' বা 'রাজবংশী'। এগুলির মধ্যে গঙ্গাতীরবর্তী তথা কলকাতার নিকটবর্তী পশ্চিম বাংলার রাঢ়ী উপভাষার উপরে ভিত্তি করে এখন শিক্ষিত জনের সর্বজনীন আদর্শ চলিত বাংলার (Standard Colloquial Bengali) রূপ

গড়ে উঠেছে। আধুনিক বাংলা ভাষার দু'টি প্রধান বিশেষত্ব হল সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা এবং সাহিত্যে গদ্যরীতির ব্যাপক ব্যবহার। এ যুগের চলিত বাংলার প্রধান বিশেষত্ব হল—অভিশ্রুতি (করিয়া > কইর‍্যা > করে), স্বরসঙ্গতি (দেশী > দিশী), বহুপদী ক্রিয়া রূপ (গান করা, জিজ্ঞাসা করা), ফারসী 'ব' (wa) থেকে আগত 'ও'-এর সংযোজক অব্যয়রূপে ব্যবহার (রাম ও শ্যাম), বহু ইংরেজী শব্দের অনুপ্রবেশ (চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি), নতুন-নতুন ছন্দোরীতি এবং গদ্যচ্ছন্দের সাম্প্রতিক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

Scanned by CamScanner